রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জানুয়ারী ২৪, ১৯৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

শাখা-১১

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৮ই মাঘ, ১৩৯৪/২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮৮

নং এস, আর, ও ১১-আইন/৮৮—রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩৮নং আইন)-এর ধারা ১৫৬-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১ম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন (কমিশনার নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৮৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ রাজশাহী পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ৩৮নং আইন);

(খ) "কমিশনার" অর্থ আইনের ধারা ৪(১) এ উল্লিখিত নির্বাচিত কমিশনার;

মূল্য : টাকা ৩.০০

(গ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে বিধি ৪৭ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ঙ) "নির্বাচন" অর্থ রাজশাহী পৌর কর্পোরেশনের কোন কমিশনারের নির্বাচন;

(চ) "নির্বাচনী দরখাস্ত" অর্থ বিধি ৪৫-এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(ছ) "নির্বাচন প্রতিনিধি" অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৪-এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন প্রতিনিধি;

(জ) "নির্বাচিত প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে;

(ঝ) "পোলিং অফিসার" অর্থ একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮-এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(ঞ) "পোলিং এজেন্ট" অর্থ কোন প্রার্থী কতৃক বিধি ২৫-এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(ট) "প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী" অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখে অথবা তৎপূর্বে তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন নাই;

(ঠ) "প্রার্থী" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম কমিশনার হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(ড) "প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ" অর্থ প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১০(১)(গ)-এর অধীনে নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পূর্বের যে কোন তারিখ;

(ঢ) "প্রিসাইডিং অফিসার" অর্থ কোন ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিধি ৮-এর অধীন নিযুক্ত একজন প্রিসাইডিং অফিসার;

(ণ) "ফরম" অর্থ প্রথম তফসিলে বিধৃত কোন ফরম;

(ত) "বাছাইয়ের তারিখ" অর্থ মনোয়নয়ন পত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১০(১)(খ)-এর অধীনে নির্ধারিত তারিখ;

(থ) "ভোটার" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে;

(দ) "ভোটগ্রহণের তারিখ" অর্থ নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের তারিখ ;

(ধ) "ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষ" অর্থ ভোট কক্ষের মধ্যে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলসহ এমন একটি পর্দা ঘেরা স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পত্রে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে পারে;

(ন) "ভোটার তালিকা" অর্থ Electoral Rolls Ordinance, 1982 (LXI of 1982) এর অধীন প্রস্তুতকৃত electoral roll এবং ইহা উক্ত Ordinance এর section 21 এর অধীনে একটি ওয়ার্ডের electoral roll বলিয়া গণ্য হইবে;

(প) "ভোটার লিষ্ট" অর্থ একটি ওয়ার্ডের জন্য বিধি ৫-এর অধীনে প্রণীত ভোটার তালিকা;

(ফ) "মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ" অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ;

(ভ) "রিটার্ণিং অফিসার" অর্থ বিধি ৬-এর অধীন নিযুক্ত একজন রিটার্ণিং অফিসার যাহাতে রিটার্ণিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং তাহার দায়িত্ব পালনকারী কোন সহকারী রিটার্ণিং অফিসারও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

৩। **নির্বাচন কমিশন।**—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষ, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(২) এই বিধিমালার অধীনে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদান করিবে।

২য় ভাগ

নির্বাচন

৪। **ওয়ার্ডের এলাকা নির্ধারণ।**—(১) এলাকার অখণ্ডতা এবং যতদূর সম্ভব জনসংখ্যার বিন্যাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজশাহী নগরীকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ ওয়ার্ডের সংখ্যা হইবে নির্বাচিত কমিশনারগণের সংখ্যার সমান।

(২) ওয়ার্ডের এলাকা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আইনের ধারা ২১-এর অধীনে নিযুক্ত সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান, সকল সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পরীক্ষা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত যাবতীয় অভিযোগ বিবেচনা করিতে পারিবেন; এবং কোন এলাকা কোন ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার কার্যালয়ে, কর্পোরেশনের কার্যালয়ে ও তৎকর্তৃক সংগত বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য স্থানে এইরূপ ওয়ার্ডসমূহের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত তালিকা প্রকাশিত হইবার অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে আপত্তি ও পরামর্শ দাখিল করিবার আহ্বান জানাইয়া একটি নোটিশও উক্ত তালিকার সঙ্গে প্রকাশ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদ-উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে; এবং উক্ত কর্মকর্তা, তৎকর্তৃক উক্ত আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্তির অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে, প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুষ্ঠান করিবেন এবং উহাদের উপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা উপ-বিধি (২)-এর অধীনে প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকা প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করিবেন এবং উক্ত তালিকায় কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি থাকিলে তাহাও দূর করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪)-এর অধীনে কৃত সংশোধন বা পরিবর্তনের পর সীমা নির্ধারণ কর্মকর্তা প্রত্যেক ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ডসমূহের একটি চূড়ান্ত তালিকা তাহার ও কর্পোরেশন কার্যলয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য স্থানে প্রকাশ করিবেন এবং উহার একটি সত্যায়িত অনুলিপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন; এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন।

৫। **ভোটার তালিকা।**—(১) উপ-বিধি (২)-এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা নির্বাচন কর্তকর্তা কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের ভোটার তালিকা এইরূপ প্রণয়ন করিবেন বা উহা প্রণয়ন করাইবেন যাহাতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে।

(২) উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত ভোটার তালিকা এইরূপে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের পৃথক পৃথক তালিকা থাকে।

৬। **রিটার্নিং অফিসার।**—(১) নির্বাচিত কমিশনারগণের নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন একজন রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে রিটার্ণিং অফিসারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সহকরী রিটার্ণিং অফিসার এই বিধির অধীন রিটার্ণিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে তাহাকে সহায়তা করিবেন এবং রিটার্ণিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপীত শর্তসাপেক্ষে, সহকারী রিটার্ণিং অফিসার রিটার্ণিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা রিটার্ণিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

৭। **ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ।**—(১) রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য এক বা একাধিক ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন এবং এরূপ ভোট কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথক পৃথক ভাবে ভোটদান করিতে পারেন তদউদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট কক্ষের ব্যবস্থা রাখিবেন।

(২) প্রতিটি ভোট কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট চিহ্ন প্রদানের কক্ষ থাকিবে।

(৩) প্রিসাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে এইরূপে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ পৃথক পৃথক ভোট কক্ষে ভোট দান করিতে পারেন।

(৪) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরূপ স্থানকে ভোট কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে না।

৮। **প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার।**— (১) রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন প্রিসাইডিং অফিসার, এবং প্রিসাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোন ব্যক্তিকে প্রিসাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে না যিনি কোন প্রার্থীর অধীনে বা পক্ষ কর্মরত আছেন বা অনুরূপভাবে কোন সময় কর্মরত ছিলেন।

(২) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনা করিবেন; এবং ভোট কেন্দ্রের শৃংখলা বিধানের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।

(৩) কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে রিটার্ণিং অফিসার প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীনে প্রিসাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালনে তাহাকে সহায়তা প্রদান করা হইবে প্রতিটি পোলিং অফিসারের কর্তব্য।

(৫) কোন পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম না হইলে বা ব্যর্থ হইলে, রিটার্ণিং অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে পোলিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন বা কোন প্রার্থীর হিত সম্পর্কযুক্ত নহেন, এবং প্রিসাইডিং অফিসার কোন পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, উহার কারণ এবং, এইরূপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয়, ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র, রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৫) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে বা সেখানে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য রিটার্ণিং অফিসার পোলিং অফিসারগণের মধ্যে যে কোন একজনকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন, এবং প্রিসাইডিং অফিসার তাহার উক্ত অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৬) রিটার্ণিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভোট গ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিসাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারেন।

৯। **ভোটার লিষ্ট সরবরাহ।**—রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোটারদের নাম সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার লিষ্ট সরবরাহ করিবেন।

১০। **নির্বাচনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি।**—(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিম্নরূপ তারিখসমূহ নির্ধারন করিবে, যথা :—

(ক) প্রার্থী মনোনয়নের তারিখ যাহা উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখের অন্ততঃ পাঁচ দিন পরের একটি তারিখ হইবে।

(খ) বাছাইয়ের তারিখ ;

(গ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ, যাহা প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখ হইতে অন্ততঃ ১৫ দিন পরের একটি তারিখ হইবে।

(২) নির্বাচন কমিশন উক্ত প্রজ্ঞাপন-এর অনুলিপি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং তিনি তাহার ও কর্পোরেশন কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত অনুলিপি সাঁটিয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার, তৎকর্তৃক উচিত বলিয়া বিবেচিত সময়ের ব্যবধান রাখিয়া, মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২)-এ উল্লিখিত নোটিশ বোর্ড ও স্থানসমূহে সাঁটিয়া দিয়া জারী করিবেন।

১১। **মনোনয়নপত্র আহ্বানের নোটিশ।**— প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া রিটার্নিং অফিসার, বিধি ১০ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যথাশীঘ্র একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।

১২। **মনোনয়ন।**—(১) আইনের ধারা ১৩(১) এর অধীনে কমিশনার নির্বাচিত হইবার বা মহিলা কমিশনার মনোনীত হইবার জন্য যোগ্যতা থাকিলে কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার কমিশনারের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করিতে বা অনুরূপ প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) কমিশনার নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক'-তে মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে এবং এইরূপ মনোনয়ন প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে; এবং উক্ত মনোনয়ন পত্রে প্রার্থী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, তিনি উক্ত মনোনয়নে সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৩(২) বা আপাতঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অনুসারে তিনি অযোগ্য নহেন।

(৩) একটি ওয়ার্ডে কমিশনার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন ভোটার প্রস্তাবিক হিসাবে অথবা সমর্থক হিসাবে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না, এবং যদি কোন ভোটার একাধিক মনোনয়নপত্রে অনুরূপভাবে তাহার নাম ব্যবহার করেন তাহা হইলে এইরূপ মনোনয়নপত্র সমূহের মধ্যে যেটি প্রথম করা হইয়াছে সেটি ব্যতীত অন্য মনোনয়ন পত্রগুলি বাতিল করা হইবে।

(৪) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়ন পত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৩। **জামানত।**—(১) দুই হাজার টাকা জমা দানের প্রমাণস্বরূপ একটি ট্রেজারী-চালান বা কোন তফসিলী ব্যাংকের রশিদ বা রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রশিদ প্রতিটি মনোনয়ন পত্রের সহিত জমা দিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেওয়া না হইয়া থাকিলে রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীনে নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি 'খ'-তে বিধৃত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে নগদে টাকা জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার ফরম 'গ'-তে একটি রশিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় জমা রাখিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার অথবা ক্ষেত্রমত কোন প্রার্থী এই বিধির অধীনে "৮৮-বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় জমা—(১) বেসামরিক জমা—নির্বাচন সংক্রান্ত জমা" খাতে টাকা জমা দিবেন।

১৪। **জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্ত।**—(১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, রিটার্নিং অফিসারের দস্তখত এবং সীলসহ অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হইবে।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে, অথবা তিনি তাহার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিলে, বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে মৃত্যু বরণ করিলে তাহার প্রার্থী পদের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত প্রদানকারীকে বা উক্ত জমাদানকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে অনুরূপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৩) ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের এক অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া কর্পোরেশন তহবিলে জমা করা হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, উক্ত দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত কোন প্রার্থীকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্তও করা হইবে না।

১৫। **নির্বাচনী প্রতীক।**—(১) প্রত্যেক প্রার্থী দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত প্রতীক-সমূহের মধ্যে তাহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনী প্রতীক নির্বাচনের ব্যাপারে, প্রার্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব তাহাদের পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারীর মাধ্যমে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং প্রতীক বরাদ্দকরণের ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি কোন নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা দ্বিতীয় তফসিলে প্রদত্ত তালিকায় উল্লিখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিবেন।

১৬। **বাছাই।**—(১) প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীকে এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য একজন ব্যক্তি মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোয়েনপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নের ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার তাঁহার নিজ উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারেন, এবং যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,—

(ক) প্রার্থী কমিশনার হিসাবে মনোনীত হইবার যোগ্য নহেন; অথবা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করিবার যোগ্যতা-সম্পন্ন নহেন; অথবা

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই; অথবা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর খাঁটি স্বাক্ষর নহেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,—

(অ) কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে হইলে, অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র দ্বারা কৃত উক্ত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র এইরূপ কোন ত্রুটির কারণে বাতিল করিবেন না যাহা গুরুতর প্রকৃতির নহে এবং তিনি অনুরূপ যে কোন ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধনের জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার সময়ে উহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিখিয়া সই করিবেন, এবং তিনি যদি উহা বাতিল করেন, তাহা হইলে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৭। **মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল।**—(১) যে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী, বাছাইয়ের তারিখের দুই দিনের মধ্যে, উক্ত বাতিলের বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারেন।

(২) মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল, সরাসরিভাবে অথবা যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরূপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে দুই দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন করা হইবে এবং অনুরূপ যে কোন আপীলের ক্ষেত্রে গৃহীত সিদ্ধান্ত হইবে।

১৮। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ।**—রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৬ এর অধীনে মনোনয়নপত্র বাছাইর পর অথবা বিধি ১৭ এর অধীনে যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে তবে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, ফরম "ঘ" তে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

১৯। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার।—যে প্রার্থীর নাম বিধি ১৮ এর অধীনে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রার্থী স্বয়ং বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর বা প্রতিনিধির স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখে বা তৎপূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

২০। ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।—ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন সময়ে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২১। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন।—যদি কোন ওয়ার্ডের কমিশনার হিসাবে নির্বাচনে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা কেবলমাত্র একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাঁহাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত প্রার্থী বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম "ঙ" তে একটি রিটার্ণ দিবেন এবং তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে উক্ত রিটার্ণ প্রকাশ করিবেন।

২২। প্রতিদ্বন্দ্বীত নির্বাচন।—(১) যদি কোন ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয়, তাহা হইলে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে, এবং তদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্বে কর্পোরেশনের কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং তিনি উক্ত ওয়ার্ডের অন্যান্য যে সকল স্থান প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন সেই সকল স্থানে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম পরং মনোনয়ন পত্রে উল্লিখিতরূপে তাঁহাদের ঠিকানা এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রদত্ত প্রতীক সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "চ" তে প্রকাশ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের তারিখে পরবর্তী তারিখে, নির্বচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধিকে ফরম "চ" তে প্রকাশিত তালিকার একটি নকল সরবরাহ করিবেন।

২৩। ব্যালট মারফত ভোট।—কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হইলে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যালট মারফত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২৪। নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ।—(১) একজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কমিশনার হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারিবেন, এবং উহা এইরূপভাবে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচন প্রতিনিধির মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৩) কোন নির্বাচন প্রতিনিধিকে নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী উক্ত নির্বাচন প্রতিনিধির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানাসহ অনুরূপ নিয়োগদানের বিষয় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী নির্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী এবং একজন নির্বাচন প্রতিনিধি হিসাবে তাহার প্রতি এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৫। পোলিং এজেন্টের নিয়োগদান।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী অথবা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি, নির্বাচন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে একটি ভোট কক্ষের জন্য অনধিক একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(২) উপরোক্ত উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি যে কোন সময়ে পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে যখন ইহা বাতিল হয় কিংবা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু হয় তখন উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগদান করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ নিয়োগদান সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

২৬। ভোট গ্রহণের স্থান ও সময়।—রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, এইরূপ স্থানসমূহ (অতঃপর ভোট কেন্দ্র অভিহিত) নির্ধারণ করিবেন যে সকল স্থানে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত স্থান ও উক্ত সময় সম্পর্কে জনগণকে নোটিশ দিবেন।

২৭। ব্যালট বাক্স।—(১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিসাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন।

(২) কোন ভোট কেন্দ্রের কোন ভোট কক্ষে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে একই সময়ে একটির অধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ আধ ঘন্টা পূর্বে, প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, ব্যবহার্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে ;

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদিগকে খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবেন ;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর তাহা বন্ধ করিয়া উহা তালাবন্ধ ও সীলমোহর-যুক্ত করিবেন ;

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরূপ সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখিবেন যাহাতে তাহা একই সময়ে তাঁহার নিজের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টির আওতায় থাকে।

(৪) যদি একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া যায় অথবা তাহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩)-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিসাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেক ভোট কক্ষে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার জন্য এইরূপে প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক স্থানের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

২৮। ব্যালট পেপার।—ভোট রেকর্ড করার জন্য ব্যালট পেপার ফরম "ছ" তে ছাপানো হইবে এবং উহাতে তফসিল ২ এ প্রদত্ত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীনে নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে তাহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

২৯। মুলতবী ভোট গ্রহণ।—(১) যদি কোন ভোট কেন্দ্রে কোন সময়ে ভোট গ্রহণ প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার—

(ক) অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন ;

(খ) যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন লইয়া, নূতনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন ; এবং

(গ) যে স্থান বা স্থানসমূহে, এবং যে সময়ের মধ্যে উক্তরূপ নূতন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সকল ভোটারকে উপ-বিধি (২) এর অধীন গৃহীতব্য নূতন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে, এবং উপ-বিধি (১) এর অধীন ভোট গ্রহণের সময়ে প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

৩০। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ।—(১) নির্বাচনের তারিখে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটারগণকে সনাক্ত করিতে সহায়তা করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী, নির্বাচন প্রতিনিধি, এবং পোলিং এজেন্টকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে দিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, একটি ভোট কক্ষে একই সময়ে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর পক্ষে একাধিক পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(২) কেবলমাত্র ভোটারগণ এবং প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিগণ ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(৩) একই সময়ে যতজন ভোটারকে ভোট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া প্রিসাইডিং অফিসার বিবেচনা ততজন ভোটারকে একই সময়ে ভোট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সময়ে ভোটচিহ্ন প্রদান কক্ষে একাধিক ভোটারকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং প্রিসাইডিং অফিসার লক্ষ্য রাখিবেন যেন ভোট দানের গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

(৪) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোন প্রার্থী, নির্বাচন প্রতিনিধি, বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর কোন পোলিং এজেন্টকে, তাঁহার নিজের ভোট রেকর্ড করার উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৫) প্রিসাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন শৃংখলা রক্ষাকারী এজেন্সীর সদস্যগণ প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং তাঁহারা প্রিসাইডিং অফিসারের আদেশ অনুযায়ী ভোটারগণের ভোট কেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩১। ভোট কেন্দ্রে শৃংখলা রক্ষা।—(১) যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোট কেন্দ্রে অসদাচরণ করেন অথবা প্রিসাইডিং অফিসারের আইন সম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হন সেই ব্যক্তিকে, প্রিসাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বা তাঁহাকে অপসারণের জন্য প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক, ভোট কেন্দ্র হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে ; এবং এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিসাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন ভোট কেন্দ্রে আর প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) এইরূপে অপসারিত ব্যক্তি যদি কোন ভোট কেন্দ্রে কোন অপরাধের অভিযুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইবে না যাহাতে ঐ ভোট কেন্দ্রে বা অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ভোটদাতা তাঁহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

৩২। ক্যানভাস করা।—(১) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি ও পোলিং এজেন্টগণ ভোট গ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটদাতাকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন বক্তব্য রাখিতে পারিবেন না তবে নিম্নবর্ণিত কোন কারণবশতঃ কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন যে :

(ক) যে ওয়ার্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই ওয়ার্ডের ভোটদাতাদের তালিকায় তাহার নাম নাই ;

(খ) যে তালিকায় ভোটার হিসাবে তাঁহার নাম রহিয়াছে বলিয়া দেখাইবার তিনি দাবী করিতেছেন তাহা মিথ্যা; এবং

(গ) তিনি পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার আপত্তিসমূহের শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং সরাসরি উহাদের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৩। ভোট দান পদ্ধতি।—ভোট রেকর্ড করার পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে:

(ক) কোন ব্যক্তি যে ওয়ার্ডের ভোটার তিনি সেই ওয়ার্ডের নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী হইবেন; এবং

(খ) কমিশনার নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ভোটার কেবলমাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিবার অধিকারী হইবেন।

৩৪। ভোটদান পদ্ধতি।—(১) যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন প্রিসাইডিং অফিসার স্বয়ং ভোটারের পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার পর তাহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে—

(ক) তাহার হাতের বাম্প্রাংগুলিতে বা অন্য কোন আংগুলিতে অমোচনীয় কালির দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে ;

(খ) ভোটার লিস্টে লিপিবদ্ধ ভোটার সংখ্যা এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে;

(গ) তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে তাহা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটার সংখ্যা ও নামটি চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে;

(ঘ) ব্যালট পেপারের পিছনে সরকারী চিহ্নের সীলমোহর অঙ্কিত করিতে হইবে ;

(ঙ) প্রিসাইডিং অফিসার ভোটার তালিকার চেক মুড়িতে ভোটার সংখ্যা লিখিয়া রাখিবেন এবং সরকারী চিহ্নের দ্বারা চেকমুড়ি মোহর অঙ্কিত করিবেন।

(৩) ভোট গ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত সরকারী চিহ্ন গোপন রাখা হইবে।

(৪) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির দ্বারা ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অথবা যদি পূর্ব হইতে তাঁহার অংগুলিতে অনুরূপ চিহ্ন থাকে বা অনুরূপ চিহ্নে অবশিষ্টাংশে থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে না।

(৫) ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর,—

(ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে যাইবেন ;

(খ) তিনি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটি প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত চৌকোণবিশিষ্ট একটি রবারের শীল মোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন।

(গ) অনুরূপভাবে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার পর উহা ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৬) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাঁহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৭) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্য কোন কারণে এইরূপ অসমর্থ হন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করিতে অপরাগ, তাহা হইলে প্রিসাইডিং অফিসার তাঁহাকে অনুরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং ইহার পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুযায়ী ভোটার হিসাবে তাঁহার যাহা করা প্রয়োজনীয় বা যাহা করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি রহিয়াছে তাহা করিতে পারিবেন।

৩৫। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার।—(১) ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি ব্যালট পেপার চাহিবার সময় কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধি অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট যদি এই মর্মে দাবী করেন যে, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ করিয়াছেন এবং যদি তিনি উক্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন তাহা হইলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ছদ্মবেশ ধারণের ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া এবং ব্যালট পেপারের চেকমুড়িতে তাঁহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ সই গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) যদি প্রিসাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তৎকর্তৃক ফরম "জ" তে প্রস্তুতকৃত তালিকায় (অতঃপর "চ্যালেঞ্জকৃত ভোটসমাহের তালিকা" বলিয়া উল্লেখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপসহি গ্রহণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীনে উত্থাপিত প্রতিটি চ্যালেঞ্জ বাবদ প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্ট প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট নগদ পাঁচ টাকা জমা না করিয়া থাকিলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্তরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রদত্ত ব্যালট পেপার ভোট কর্তৃক চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর তাহা একই অবস্থায় কোন ব্যালট বাক্সে রাখার পরিবর্তে "চ্যালেঞ্জকৃত ব্যালট পেপার" শিরোনামযুক্ত একটি পৃথক মোড়কে রাখা হইবে।

(৪) প্রিসাইডিং অফিসার তৎকর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার পর্যায়ক্রমে তাহা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় "৬৫-কর ব্যতীত বিবিধ প্রাপ্তি—নির্বাচন হইতে আয়" খাতে জমা দিবেন।

৩৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।—(১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরূপভাবে ব্যবহার করেন যে, উহা সুবিধাজনকভাবে ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা যায়না, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট অপর একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধানতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করার জন্য পোলিং অফিসারকে আদেশ প্রদান করিবেন ; এবং নষ্ট ব্যালট পেপারটি প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে বাতিল করা হইবে।

(২) যদি কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর তাহা ব্যবহার না করেন, তবে তিনি উহা প্রিসাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন, এবং প্রিসাইডিং অফিসার উহা তাঁহার স্বীয় স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করা হইবে।

(৪) উক্তরূপ নষ্ট এবং বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপার "কমিশনার নির্বাচনের জন্য টি নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার" চিহ্নিত পৃথক মোড়কে রাখা হইবে এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত মোড়ক সীল মোহর করিয়া দিবেন।

৩৭। ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোট দান।—ভোট গ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোট কেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৩৮। ভোটগ্রহণ চূড়ান্তকরণের পরবর্তী পদ্ধতি—(১) কোন ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রিসাইডিং অফিসারকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচনী প্রতিনিধি অথবা পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্সের উপরে লাগানো সীলমোহর অক্ষত রহিয়াছে কিনা তাহা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার—

(ক) ব্যালট বাক্স বা বাকসগুলি খুলিবেন এবং উহা হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া গণনা করিবেন; এবং

(খ) "চ্যালেঞ্জকৃত ব্যালট পেপার" লেবেল লাগানো মোড়ক খুলিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ব্যালট পেপারগুলি গণনার অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৩) ব্যালট পেপারসমূহ গণনার উদ্দেশ্যে প্রিসাইডিং অফিসার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর পক্ষে স্বার্থহীনভাবে চিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারসমূহ নিম্নবর্ণিত এমন সব ব্যালট পেপার-সমূহ হইতে পৃথক করিবেন যাহাতে—

(অ) কোন অফিসিয়াল চিহ্ন নাই, অথবা

(আ) অফিসিয়াল চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন লিখন, বা এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত রাবার স্ট্যাম্প ব্যতীত অন্য কোন স্ট্যাম্প দ্বারা প্রদত্ত কোন চিহ্ন থাকে, অথবা ব্যালট পেপার ব্যতীত অন্য কোন কাগজ অথবা কোন প্রকার বস্তু সংযোজিত হইয়াছে;

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোটার ভোট দিয়াছেন তাহা নির্দেশক রাবার স্ট্যাম্পের চিহ্ন নাই; অথবা

(ঈ) রাবার স্ট্যাম্পের একাধিক চিহ্ন আছে; অথবা

(ঋ) এইরূপ কোন চিহ্ন থাকে যদ্দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা না যায় যে কাহাকে ভোট দেওয়া হইয়াছে, তবে কোন ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর অনুকূলে চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি রাবার স্ট্যাম্প দ্বারা চিহ্ন প্রদত্ত স্থানের সবটুকু বা অর্ধাংশের অধিক পরিমান স্থান উক্ত প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু যেক্ষেত্রে এইরূপ চিহ্ন সমান দুইভাগে দুইটি প্রতীকের বিপরীতে অংকিত হইয়াছে সেক্ষেত্রে ভোটার কাহাকে ভোট দিয়াছেন তাহা উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর দফা (অ) হইতে (ঋ) উল্লিখিত ব্যালট পেপারগুলি বাতিল ব্যালট পেপার হিসাবে চিহ্নিত হইবে।

৩৯। ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা—(১) ব্যালট বাক্সের ব্যালট পেপারসমূহ বাছাই করা হইলে প্রিসাইডিং অফিসার, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের উপস্থিতিতে, অথবা তাহাদের নির্বাচনী প্রতিনিধি কিংবা পোলিং এজেন্টগণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদের উপস্থিতিতে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ পৃথকভাবে গণনা করিবেন এবং—

(ক) যে ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ডে একটি মাত্র ভোট কেন্দ্র থাকে সেই ক্ষেত্রে, ফরম "ঝ" তে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং যে প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন ;

যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর অনুকূলে সমসংখ্যক ভোট রেকর্ড হওয়ার দরুন তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা যায় না সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-কারী প্রার্থীগণের মধ্য হইতে বাছাই করিবেন এবং এইরূপ বাছাইকৃত প্রার্থীকে বা প্রার্থীগণকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে ; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ডে একাধিক ভোট কেন্দ্র থাকে সেক্ষেত্রে ফরম "ঞ" তে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা গণনার ফলাফল একীভূত করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার গণনার ফলাফল সম্বলিত ফরম "ঝ"তে প্রস্তুত বিবরণী যথাযথভাবে সত্যায়িত অনুলিপিসমূহ উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকেন তাহাদিগকে উক্ত বিবরণী তাঁহারা যেভাবে পাইতে চাহেন সেইভাবে সরবরাহ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর অধীন ফরম "ঞ" তে প্রস্তুতকৃত বিবরণীসমূহ সকল ভোট কেন্দ্র হইতে পাওয়ার সংগে সংগে তাহা একটি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি ভোট কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, চ্যালেঞ্জকৃত ভোট-সমূহ সমেত, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের কিংবা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধি বা পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ে ফরম "ট" তে একিভূত করিবেন এবং যে প্রর্থীর পক্ষে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাঁহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন; এবং যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক প্রার্থীর অনুকূলে সমসংখ্যক ভোট রেকর্ড হওয়ার দরুন তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা যায় না সেক্ষেত্রে প্রিসাইডিং অফিসার যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের মধ্যে হইতে নির্বাচিত প্রার্থী বাছাই করিবেন এবং এইরূপ বাছাইকৃত প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার ফরম "ট" তে প্রস্তুতকৃত গণনার একীভূত ফলাফল সম্বলিত বিবরণীর যথাযথভাবে সত্যায়িত অনুলিপিসমূহ উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধিগণ অথবা পোলিং এজেন্টগণ যাঁহারা উক্ত বিবরণী পাইতে চাহেন তাঁহাদিগকে সরবরাহ করিবেন।

৪০। যে সকল কাগজপত্র মোড়কাবদ্ধ করিয়া সীলমোহর করিতে হইবে।—(১) প্রিসাইডিং অফিসার নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি পৃথক পৃথক মোড়কে বন্ধ করিয়া সীল-মোহর করিবেন—

(ক) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ ;

(খ) বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন বাতিল ব্যালট পেপারসমূহ ;

(গ) বিনষ্ট এবং নাকচ ব্যালট পেপারসমূহ ;

(ঘ) গণনার ফলাফল সম্বলিত বিবরণী ;

(ঙ) ইস্যুকৃত নহে এরূপ ব্যালট পেপার ও মুড়িসমূহ ;

(চ) চ্যালেঞ্জকৃত ব্যালট পেপারসমূহ সমেত চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকা ;

(ছ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার লিষ্টের অনুলিপিসমূহ ; এবং

(জ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারসমূহের মুড়িসমূহ।

(২) প্রিসাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন তৎকর্তৃক সীলমোহরকৃত প্রতিটি মোড়কের উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ অথবা তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিনিধিগণ অথবা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন এবং যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে চাহেন তাঁহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার ফরম "ঠ" তে পৃথকভাবে ব্যালট পেপারের একটি হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোড়ক ও হিসাব এবং প্রাপ্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র যথাযথ প্রহরাধীনে অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪১। ফলাফল প্রকাশ।—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত সকল প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা ফরম "ড" তে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকা নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন ; এবং কমিশন তালিকাটি সাপ্তাহিক গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

৪২। দলিলপত্র সংরক্ষণ।—রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিধি ৪০-এর উপ-বিধি (৪)-এর অধীন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

৪৩। দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান।—(১) ব্যালট পেপার ব্যতীত বিধি ৪২ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত সকল দলিলপত্র, প্রত্যেক দলিল বাবদ তিন টাকা প্রদান করা হইলে, পরিদর্শনের জন্য অফিস চলাকালে উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এ উল্লিখিত দলিলপত্রের অনুলিপি গ্রহণের পূর্বে উহার প্রতি একশত শব্দ বা উহার ভগ্নাংশ বাবদ তিন টাকা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সংগে প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প থাকিতে হইবে।

৪৪। কাগজ পত্রের ব্যবস্থাপনা।—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইলে, অথবা, বিধি ৪৯-এর অধীন কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করা হইলে, তাহা নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনার যেরূপে নির্দেশ দিবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে বিধি ৪২ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্রের ব্যবস্থাপনা করা হইবে।

৩য় ভাগ

নির্বাচনী বিরোধ

৪৫। নির্বাচনী দরখাস্ত।—(১) উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্বাচনী দরখাস্তের মাধ্যমে ব্যতীত কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(২) যে কোন প্রার্থী তিনি যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন চ্যালেঞ্জ করিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৪৬। নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ।—নির্বাচনী দরখাস্তকারী কোন প্রার্থী তাঁহার দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসাবে যুক্ত করিবেন, যথা—

(ক) প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থী ; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাঁহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণের অভিযোগ আনা হয়।

ব্যাখ্যা—এই বিধিতে, "দুর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণ" অর্থ এই বিধিমালার ৪র্থ ভাগের তাৎপর্যাধীন "দুর্নীতিমূলক আচরণ" বা "বে-আইনী আচরণ"।

৪৭। ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ।—(১) নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত এলাকার জন্য, একজন অফিসারকে নির্বাচন-ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করিবেন।

(২) যে ব্যক্তিকে লইয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় সেই ব্যক্তির স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইলে, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সমক্ষে নির্বাচনী দরখাস্তের উপর বিচারকার্য চলিতে থাকিবে এবং ইতিপূর্বে রেকর্ডকৃত যে কোন সাক্ষ্য রেকর্ডভুক্ত থাকিবে এবং ইতিপূর্বে পরীক্ষাকৃত কোন সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

৪৮। **দরখাস্ত বদলীকরণের ক্ষমতা।**—নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের কোন এক পক্ষ কর্তৃক তদুদ্দেশ্যে পেশকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে একটি নির্বাচনী দরখাস্ত এক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবেন এবং যে ট্রাইব্যুনালে তাহা এইরূপে বদলী করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত যে ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষাকৃত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৪৯। **দরখাস্ত দেশকরণ পদ্ধতি।**—(১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪১ এর অধীনে সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল সমীপে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(২) নির্বাচনী দরখাস্ত প্রার্থী স্বয়ং কিংবা তাহার যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) বিধি (১) এর অধীন প্রত্যেকটি দরখাস্তের সাথে, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জামানত হিসাবে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা সোনালী ব্যাংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত খাতে এক হাজার টাকা জমা করা হইয়াছে এই মর্মে একটি রশিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে যে কোন সময়ে, দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ জমা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থও উপ-বিধি (৩) এ বিধৃত একই পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী কর্তৃক জমা করিতে হইবে। এবং রিটার্নিং অফিসার, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ, ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রার্থিত প্রতিকার স্পষ্টরূপে নির্বাচনী দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫০। **প্রতিকার।**—দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘোষণা দাবী করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন;

(খ) নির্বচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল।

৫১। **দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।**—প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন plaint সত্যায়নের জন্য ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫২। **ট্রাইব্যুনালে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, উহার অনুরূপ পদ্ধতি মোতাবেক বিচার করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল—

(ক) ট্রাইব্যুনাল কোন সাক্ষীর জবানবন্দী চলাকালে তৎপ্রদত্ত সাক্ষ্যের সারমর্ম সম্বলিত একটি স্মারক প্রস্তুত করিবে, যদি না কোন সাক্ষীর পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া উহা বিবেচনা করে; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, তাঁহার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচার কার্য বিলম্বিত করার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে তাঁহাকে (সাক্ষ্যদানের জন্য) ডাকা হইয়াছে।

৫৩। ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা একটি ট্রাইব্যুনালের থাকিবে এবং উহা Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর sections 480 ও 482 এর তাৎপর্যধীন একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৪। দরখাস্ত বিচার করা।—(১) ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পাইলে তৎসম্পর্কে সকল বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল, দরখাস্তকারীকে এবং হাজিরাদানকারী বিবাদীগণকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানির সুযোগ প্রদান এবং প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণের পর উহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন কিংবা সামগ্রিকভাবে কোন নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করিবে না, যদি না ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধিমালা পালনে ব্যর্থতা হেতু বা উহা লঙ্ঘনের কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৫৫। নির্বাচনী দরখাস্ত প্রত্যাহার ও বাতিল।—(১) নির্বাচনী দরখাস্তের বিচার চলাকালে যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী উহা উঠাইয়া লইতে পারে।

(২) দরখাস্তকারীর মৃত্যু হইলে নির্বাচনী দরখাস্তটি বাতিল হইয়া যাইবে।

৫৬। খরচ।—ট্রাইব্যুনাল, বিধি ৫৪ এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করিলে খরচ সম্পর্কে উহার বিবেচনা মত যথোপযুক্ত আদেশও দিতে পারে এবং যেক্ষেত্রে উক্তরূপ খরচ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উক্ত খরচ পরিশোধ করা হইবে; এবং যদি দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ ট্রাইব্যুনালের আদেশের ষাট দিনের মধ্যে দাবী করা না হয়, তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ, আবেদনক্রমে, দরখাস্তকারীকে অথবা তাঁহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৪র্থ ভাগ

অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি

৫৭। **দুর্নীতিমূলক আচরণ।**—কোন ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি—

(ক) তিনি ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ অথবা অসংগত প্রভাব খাটাইবার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) তিনি—

(অ) অপর কোন প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহ দান বা নির্বাচন সুগম করার উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থীর বা তাঁহার কোন আত্মীয় স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এইরূপ মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন যাহা শেষোক্ত প্রার্থীর নির্বাচনকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করিতে পারে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, বিবৃতিটি সত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করার কারণ ছিল এবং তিনি তদ্রূপ বিশ্বাস করিয়াছিলেন; অথবা

(আ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, উক্ত প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে বরাদ্দ করা হউক বা না হউক, মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(ই) কোন প্রার্থীর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(গ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁহার পক্ষে ভোট দান বা তাঁহাকে ভোট দান হইতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহ্বান জানান বা প্ররোচিত করেন; অথবা

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে সমর্থন দান করা বা তাঁহার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যতীত, ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে কোন ভোটারের আনা-নেওয়ার জন্য কোন যানবাহন বা নৌযান ভাড়া দেন, ধার দেন, নিয়োজিত করেন, ভাড়া করেন, ধার নেন বা ব্যবহার করেন—

(অ) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজেকে বা তিনি যেই পরিবারভুক্ত সেই পরিবারের কোন সদস্য ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন;

(আ) যেক্ষেত্রে ভোটার নিজেকে বা কতিপয় ভোটার নিজেদেরকে ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন; অথবা

(ঙ) তিনি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ও ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান কোন ব্যক্তিকে ভোট না দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন বা করার উদ্যোগ নেন।

৫৮। **বেআইনী আচরণ।**—কোন ব্যক্তি পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন ত্বরান্বিত বা ব্যাহত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির সহায়তা লাভ বা অর্জন করেন বা করার চেষ্টা করেন; অথবা

(খ) ভোটদানের জন্য যোগ্য না হন বা অযোগ্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(গ) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঘ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোট কেন্দ্রে ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঙ) ভোট গ্রহণ চলাকালে ভোট কেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন; অথবা

(চ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে উপরি-উক্ত যে কোন কার্য করিতে প্ররোচিত বা সংগ্রহ করেন।

৫৯। ঘুষ।—কোন ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের দায়ে দোষী হইলে যদি তিনি নিজে কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—

(ক) কোন নির্বাচনে ভোট দান করা বা ভোট দানে বিরত থাকা অথবা প্রার্থী হইতে কিংবা তাহা হইতে বিরত থাকার কারণে উৎকোচ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে কোন উৎকোচ দেন, দেওয়ার প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি দেন, যথা—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখা, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে বা দেওয়া হইতে বিরত রাখা, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার জন্য প্ররোচিত করা; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে পুরস্কৃত করা।

ব্যাখ্যা।—এই বিধিতে "উৎকোচ" বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য উৎকোচ অথবা আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিষ্কৃতি অন্তর্ভুক্ত।

৬০। ছদ্মবেশ ধারণ।—কোন ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের দায়ে দোষী হইবেন যদি তিনি কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির ছদ্মবেশে অন্য কোন ব্যক্তিরূপে ভোট দেন, বা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন।

৬১। অসংগত প্রভাব।—কোন ব্যক্তি অসংগত প্রভাবের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থী হইতে বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধা করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে—

(অ) কোন প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা প্রয়োগ করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন জখম, ক্ষতি, অনিষ্ট বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দন্ড প্রদান করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন; অথবা

(এ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন;

(খ) তিনি, কোন ব্যক্তি ভোট দেওয়ার বা ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে, দফা (ক) তে উল্লিখিত যে কোন কাজ করেন;

(গ) তিনি, মনুষ্য অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে—

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগের অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন; অথবা

(আ) কোন ভোটারকে ভোট দান করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে বাধা প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যাঃ—এই বিধিতে "ক্ষতি" বলিতে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬২। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ।—(১) কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর মধ্যরাত হইতে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উক্ত ওয়ার্ড এলাকার মধ্যে কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিবেন না অথবা কোন মিছিলের আয়োজন করিবেন না বা উহাতে যোগদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিলে তিনি একমাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে অথবা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৩। ভোট কেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ।—কোন ব্যক্তি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন যদি তিনি, নির্বাচনের তারিখে ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে,—

(ক) ভোটের জন্য ক্যানভাস করেন; অথবা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোটের জন্য অনুরোধ করেন; অথবা

(গ) নির্বাচনে কোন ভোটারকে কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট দান না করার জন্য প্ররোচিত করেন; অথবা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, এবং ভোট কেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ, সঙ্কেত দেন বা নিশান বা পতাকা প্রদর্শন করেন কিংবা ভোটারগণকে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করেন।

৬৪। ভোট কেন্দ্রের নিকট উশৃঙ্খল আচরণ।—কোন ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা দুইশত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি নির্বাচনের তারিখে—

(১) ভোট কেন্দ্রের মধ্যে শ্রবণযোগ্য কোন পদ্ধতিতে কোন গ্রামাফোন, মেগাফোন, লাউডস্পীকার বা শব্দ পুনরুৎপাদন বা সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করেন, অথবা

(২) ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অবিরতভাবে শুনা যায় এইরূপে চিৎকার করিতে থাকেন;

(৩) এইরূপ কোন কাজ করেন—

(ক) যাহা ভোট কেন্দ্রে ভোট দানের জন্য আগত কোন ভোটারকে উত্যক্ত করেন বা বিরক্ত করেন; অথবা

(খ) যাহা কোন ভোট কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের কর্তব্য পালনে বা অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে বাধা দান করে ; অথবা

(৪) উপরোক্ত যে কোন কার্য সম্পাদনে সহায়তা দান করেন।

৬৫। কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।—(১) উপ-বিধি (২) এর সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা কোন ব্যালট পেপারে সরকারী চিহ্ন ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন ; অথবা

(খ) কোন ব্যালট পেপার ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাহিরে লইয়া যান কিংবা যে ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে রাখিবার জন্য তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে সেই ব্যালট পেপারটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে রাখেন ; অথবা

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে—

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন ; বা

(২) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের মোড়ক নষ্ট, গ্রহণ, উন্মুক্ত বা উহাতে প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করেন ; বা

(৩) এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে সংযুক্ত কোন সীলমোহর ভাংগিয়া ফেলেন ; অথবা

(ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা সরকারী চিহ্ন জাল করেন ; অথবা

(ঙ) নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর যে কার্য পদ্ধতি চালু, পরিচালনা বা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন উহাতে কোন বিলম্ব বা বাধা দান করেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন কেরানী যিনি উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে কিংবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৬৬। ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ।—কোন ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(খ) যে প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা দিয়াছেন সেই প্রার্থী সম্পর্কে কোন ভোট কেন্দ্র হইতে যে কোন পন্থায় তথ্য সংগ্রহ করেন বা করার চেষ্টা করেন ; অথবা

(গ) যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা ভোট দিয়াছেন তার সম্পর্কে কোন ভোট কেন্দ্রে সংগৃহীত কোন তথ্য যে কোন সময়ে আদান প্রদান করেন।

৬৭। গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা।—যদি কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, অথবা পোলিং অফিসার, অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী,

পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি—

(ক) ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে অথবা রক্ষা করার জন্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন ; অথবা

(খ) কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সরকারী চিহ্ন সম্পর্কে কোন তথ্য ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন ; অথবা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে ভোট গণনার সময় কোন প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

৬৮। **সরকারী কর্মচারীগণ প্রার্থীগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিবেন না।**—কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা কোন নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদনকারী অন্য কোন অফিসার বা কেরানী, অথবা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোট কেন্দ্রে শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়া—

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোট দানে প্ররোচিত করেন ;

(খ) কোন ব্যক্তিকে এই বিধিমালার বিধান অনুসারে ব্যতীত ভোট দান হইতে বিরত রাখেন ;

(গ) কোন ব্যক্তির ভোট দানকে যে কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন; অথবা

(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অন্য কোন কাজ করেন।

৬৯। **নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন।**—রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার অথবা এই বিধিমালার দ্বারা বা অধীনে অনুরূপ কোন অফিসার কর্তৃক, আরোপিত তাঁহার সরকারী কর্তব্য সম্পর্কে, নিয়োজিত, অন্য কোন ব্যক্তি একশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ন্যায় সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য করিয়া বা না করিয়া উক্তরূপ কোন সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন করেন।

৭০। **সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক সহায়তা।**—প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে তাহার সরকারী মর্যাদার অপব্যবহার করিলে তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭১। **কতিপয় মামলার মেয়াদ।**—বিধি ৫৭ বা ৫৮ এর অধীন অপরাধের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না—

(ক) অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে অথবা ;

(খ) যে নির্বাচন অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে তাহা কোন নির্বাচনী দরখাস্ত সাপেক্ষ হইলে এবং কোন ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধ সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, উক্ত আদেশের তারিখের তিন মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে।

৭২। **নির্বাচন কমিশনের আদেশ জারী করার ক্ষমতা।**—নির্বাচন কমিশন সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনও এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে, উহার মতে প্রয়োজনীয়, নির্দেশাবলী জারী এবং; এই বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পুনঃবিবেচনার ক্ষমতাসহ; প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অন্তবর্তী আদেশ জারী করিতে পারিবেন।

প্রথম তফসিল

ফরম ক

[১২(২) বিধি দ্রষ্টব্য]

কমিশনার হিসাবে নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র

.....কর্পোরেশন, পুলিশ ষ্টেশন.....

.....ওয়ার্ড (নম্বর/নাম).....

.....

১। প্রার্থীর নাম.....

২। পিতার/স্বামীর নাম.....

৩। বাসস্থানের ঠিকানা.....

৪। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত, উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় তাহার ক্রমিক সংখ্যা.....

৫। প্রস্তাবকারীর নাম.....

৬। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত উহার নাম অথবা নম্বর এবং সেই তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক সংখ্যা.....

৭। সমর্থনকারীর নাম.....

৮। যে ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় সমর্থকারীর নাম অন্তর্ভুক্ত, উহার নাম বা নম্বর এবং সেই তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক সংখ্যা.....

৯। প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচিত প্রতীক.....

১০। ১৩(১) বিধি অনুসারে জমাকৃত টাকার রশিদ। ট্রেজারীর চালান এই সংগে সংযোজিত করিতে হইবে।.....

১১। প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপ সই এবং তারিখ.....

১২। সমর্থনকারীর স্বাক্ষর অথবা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপ সই এবং তারিখ.....

আমি উপরি-উক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে আমি আপাততঃ প্রচলিত আইন অনুসারে কমিশনার পদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য নহি।

তারিখ.....

.....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপসই

(ফরম ক ২য় পৃঃ)

(রিটার্ণিং অফিসার পূরণ করিবেন)

ক্রমিক সংখ্যা .....

দাখিলের সার্টিফিকেট

.....পৌর কর্পোরেশনের.....

.....ওয়ার্ড (নং/নাম) হইতে কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী.....
(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়ন পত্র.....তারিখে.....
ঘটিকায় দাখিল করা হয়।

তারিখ..... রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

প্রাপ্তি স্বীকৃতি

.....পৌর কর্পোরেশনের..... ওয়ার্ড (নং/নাম) হইতে কমিশনার পদে নির্বাচন প্রার্থী.....এর মনোনয়নপত্র .....
(প্রার্থীর নাম)
.....তারিখে.....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

মনোনয়ন বাছাই.....তারিখে.....হইতে .....ঘটিকার মধ্যে.....স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।
(স্থানের নাম)

তারিখ..... রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

মনোনয়নপত্র বাছাইর সার্টিফিকেট

আমি প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারীর যোগ্যতা যাচাই করিয়া দেখিলাম যে তাঁহারা যথাক্রমে নির্বাচনে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্র প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

প্রার্থীর জন্য বরাদ্দকৃত প্রতীক.....

আমি মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি। নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করা হইল:

.....

.....

.....

.....

.....

তারিখ..... .....
রিটার্ণিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম খ

[বিধি ৩(৩) দ্রষ্টব্য]

(জামানত বহির ফরম)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা।	জমাকৃত টাকার পরিমাণ।	ব্যাংক বা ট্রেজারী রশিদের বিবরণ বা নগদ টাকায় প্রাপ্ত হইলে "গ" ফরমে প্রদত্ত রশিদের বিবরণ।	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।	নগদ জমার ব্যবস্থা এবং মন্তব্য যদি থাকে।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম গ

[বিধি ১৩(৪) দ্রষ্টব্য]

রশিদ

(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে)

ক্রমিক সংখ্যা .....

ওয়ার্ডের নাম .....

প্রাপ্ত টাকার অংক .....

জমাদানকারী .....

জামানত বহিতে ক্রমিক সংখ্যা .....

প্রার্থীর নাম .....

তারিখ .....

.....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ক্রমিক সংখ্যা .....

কমিশনার পদে পৌর কর্পোরেশনের প্রার্থী জনাব .....এর নিকট হইতে নগদ .....টাকা (অক্ষরে) .....টাকা বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে .....ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

তারিখ..... .....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর।

ফরম ঘ

[১৮ বিধি দ্রষ্টব্য]

.....পৌর কর্পোরেশনের কমিশনার পদে
বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা।

.....ওয়ার্ড হইতে।

(নং/নাম)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম	ঠিকানা
১	২	৩	৪
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

স্থান.....

তারিখ.....

.....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

ফরম ও

[বিধি ২১ দ্রষ্টব্য]

..............পৌরকর্পোরেশনের ....নং ওয়ার্ডের কমিশনার পদে
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্ধারণের রিটার্ণ

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জনাব/জনাবা

......................পিতা/স্বামী............................

......................ঠিকানা ....পৌর কর্পোরেশনের......

...............থানার..........নং ওয়ার্ড..........হইতে কমিশনার পদে

(নাম)

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখ.............

....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

ফরম চ

[বিধি ২২(১) দ্রষ্টব্য]

.....কর্পোরেশনের কমিশনার পদে
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা।

.....ওয়ার্ড হইতে।
(নং/নাম)

ক্রমিক সংখ্যা	বাংলা ভাষার বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীক
১	২	৩	৪
১।			
২।			
৩।			
৪।			
৫।			

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আগামী.....তারিখে সকাল .....হইতে বৈকাল.....ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান.....

তারিখ.....

.....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

ফরম ছ

(বিধি ২৮ দ্রষ্টব্য)

কমিশনার নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের চেকমুড়ি।	কমিশনার নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার
ক্রমিক সংখ্যা.....	প্রতীক
ওয়ার্ড নম্বর বা নাম.....	প্রতীক
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা....	
.....	প্রতীক
.....	
	প্রতীক

ফরম জ

[বিধি ৩৫(২) দ্রষ্টব্য]

চ্যালেঞ্জকৃত ভোটের তালিকা

.৩.....পৌর কর্পোরেশনে কমিশনার নির্বাচন।

ওয়ার্ড নম্বর.....(নাম).....হইতে

ভোট কেন্দ্র.....

ক্রমিক সংখ্যা	ভোটারের নাম	ভোটার যে ওয়ার্ডে ভোটার তালিকা-ভুক্ত হইয়াছেন তার নম্বর বা নাম।	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক সংখ্যা।	চ্যালেঞ্জকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/বাম বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপ-সহি।	চ্যালেঞ্জকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারী যদি থাকে তাহার নাম।	চ্যালেঞ্জকারীর নাম এবং ঠিকানা।	প্রিসাইডিং অফিসারের আদেশ।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে, চ্যালেঞ্জকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ ৫'০০ টাকা হারে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট..... টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান.....

তারিখ.....

.....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর।

ফরম ঝ

[বিধি ৩৯(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

(যে ক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের জন্য কেবলমাত্র একটি ভোট কেন্দ্র)

ওয়ার্ডের নম্বর.....(নাম).....

থানা.....পৌর কর্পোরেশন.....

.....

ক্রমিক সংখ্যা।	প্রার্থীর নাম	প্রার্থীর প্রতীক	চ্যালেঞ্জকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা।			অবৈধ ভোটের সংখ্যা।
			বৈধ ভোট	চ্যালেঞ্জকৃত ভোট।	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						

চ্যালেঞ্জকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা.....

অবৈধ ভোটের মোট সংখ্যা.....

আমি ঘোষণা করিতেছি যে,

জনাব/জনাবা....., পিতা/স্বামী.....

ঠিকানা.....

.....পৌর কর্পোরেশনের.....ওয়ার্ড হইতে

(প্রার্থীর নাম)

কমিশনার পদে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান.....

তারিখ.....

.....

প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর।

ফরম এঃ

[৩৯ বিধি ৩৯(৮)(খ) দ্রষ্টব্য]

কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

(যেক্ষেত্রে একটি ওয়ার্ডের জন্য একাধিক ভোট কেন্দ্র)

.....কর্পোরেশন .....

থানা ..... ভোট কেন্দ্র .....

ওয়ার্ড নং.....(নাম) .....

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম।	প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রতীক।	চ্যালেঞ্জকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	চ্যালেঞ্জকৃত ভোট	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১।						
২।						
৩।						
৪।						
৫।						

তারিখ.....

.....
প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর

ফরম ট

[বিধি ৩৯(৪) দ্রষ্টব্য]

কমিশনার পদে নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণ।

.....কর্পোরেশন

.....ওয়ার্ড নম্বর.....(নাম)

ভোট কেন্দ্র.....(১).....

(২).....

(৩).....

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	এর পক্ষে চ্যালেঞ্জকৃত প্রদত্ত ভোট সংখ্যা						প্রতি ভোট কেন্দ্রে ভোটের সংখ্যা		
		'ক'	'খ'	'গ'	'ঘ'	'ঙ'	'চ'	বৈধ	অবৈধ	মোট
		×	×	×	×	×	×			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

সর্বমোট

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জনাব/জনাবা.....

পিতা/স্বামী .....(ঠিকানা) .....

.....যথাযথভাবে কমিশনার পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

.....

তারিখ ..... রিটার্নিং অফিসার।

স্থান .....

* প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নাম লিখুন

ফরম ঠ

[বিধি ৪০(৩) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপারের হিসাব

.....পৌর কর্পোরেশন.....

কমিশনার পদে নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ডের নম্বর.....(নাম)

ভোট কেন্দ্র.....

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা.....

২। ভোট গ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা.....

৩। প্রাপ্ত ব্যালেট পেপারের মোট সংখ্যা (প্রথম দফা দ্রষ্টব্য) .....

৪। অব্যবহৃত ব্যালেট পেপারের মোট সংখ্যা (দ্বিতীয় দফা দ্রষ্টব্য).....

৫। ব্যবহৃত ব্যালেট পেপারের সংখ্যা (৩য় দফা হইতে ৪র্থ দফা বিয়োগ করুন).....

৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা .....

৭। ব্যালেট বাক্সে যে পরিমাণ ব্যালেট পেপার থাকা উচিত উহার সংখ্যা (৫ম দফা হইতে ৬ষ্ঠ দফা বিয়োগ করুন).....

৮। ব্যালেট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যালেট পেপারের সংখ্যা.....

৯। গণনা হইতে বাদ দেওয়া মোট অবৈধ ব্যালেট পেপারের সংখ্যা.....

.....

তারিখ..... প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর।

ফরম ড

[বিধি ৪১ দ্রষ্টব্য]

কমিশনার পদে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তালিকা

.....পৌর কর্পোরেশন।

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচিত ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা (মনোনয়ন পত্রে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে)	যে ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার নম্বর/নাম।	মন্তব্য

তারিখ.....

.....
রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর।

তফসিল ২

কমিশনার পদে নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা।

[বিধি ১৫(১) দ্রষ্টব্য]

১। জাহাজ
২। টেলিভিশন
৩। ট্রাফিক বাতি
৪। আলমারী
৫। মোরগ
৬। হেলিকপটার
৭। ঠেলা গাড়ী
৮। ময়ূর
৯। পানির ট্যাপ
১০। বৈদ্যুতিক পাখা
১১। পানির ট্যাংক
১২। পানির গ্লাস
১৩। টেলিফোন
১৪। বৈদ্যুতিক বাল্‌ব

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হোসাইন আহমদ
সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।